কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 02 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 4 .....

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘিরে অপরাধে জড়িত ছাত্রলীগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীকে গত কয়েক বছরে বহিষ্কার করা হয়েছে

রেজোয়ান বিশ্বাস ও রফিকুল ইসলাম ▷

ছাত্রলীগের অর্ধশতাধিক বহিষ্কৃত নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সন্নিহিত এলাকায় ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, ইভ টিজিং ও চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছে পুলিশ। তাদের অনেকে একাধিকবার গ্রেপ্তার হলেও জামিনে বের হয়ে ফের একই কাজ করছে।

গত সোমবার গ্রেপ্তারকৃত রাজীব বড়ৈ ও অমিত কুমার দাস ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত। তারা ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে ছিল দাবি করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা জোনের সহকারী কমিশনার শিবলি নোমান। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতাকর্মীরাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিনতাইসহ সব অপকর্মের হোতা। তারা গ্রেপ্তার হয়, তবে জামিন নিয়ে ফের একই অপরাধে জড়ায়।

শিবলি নোমান জানান, সোমবার সন্ধ্যায় ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত রাজীব বাড়ৈ ও অমিত কুমার দাসকে কয়েক মাস আগেও একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে দ্রুত বিচার আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। কিন্তু তারা জামিনে বের হয়ে যায়। তারাসহ অর্ধশতাধিক বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক.

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘিরে অপরাধে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগের তদন্ত চলছে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ কালের কণ্ঠকে বলেন, অভিযুক্তদের ব্যাপারে কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছাত্রলীগে থেকে অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রাজীব বড়ৈ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুদ্ধিস্ট বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। গতকাল তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে

পুলিশ ও ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, বান্ধবীকে ধর্ষণ করার হুমকি দিয়ে গত সোমবার সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক যুবকের কাছ থেকে মুঠোফোন ও এটিএম কার্ড ছিনিয়ে নেয় রাজীব ও অমিত। পরে টিএসসির এটিএম বুথ থেকে ৫০ হাজার টাকা তুলে নেয়। এর আগে যুবকের বান্ধবীর গলার চেইন ও কানের দুল ছিনিয়ে নেয় তারা। শাহবাগ থানায় করা অভিযোগ ও বুথের ভিডিও ফুটেজে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই দুজনের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় পুলিশ। উল্লেখ্য, ওই ঘটনার পর তাদের ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছিনতাই, বখাটেপনা ও মারামারির অভিযোগ রয়েছে। গত কয়েক বছরে এ রকম অভিযোগের ভিত্তিতে এসব নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়। বেশ কয়েকজনের ছাত্রত্ব বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তারা আগে ছাত্রদল করত বলে জানা গেছে। তাদের সঙ্গে শিবির ও হিযবুত তাহরীরের সদস্যদের সম্পর্ক রয়েছে বলেও তথ্য পাওয়া গেছে। নিউমার্কেট, ঢাকা কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও তারা জড়িত।

জগন্নাথ হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সুপ্রিয় কুণ্ডু রাজেশ কালের কণ্ঠকে ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'রাজীব ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। আমি তাকে চিনিই না।' তবে হল শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, রাজীব হল সংগঠনে সক্রিয়।

অন্যদিকে জগন্নাথ হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সজিব বিশ্বাস বলেন, রাজীব ২০১৩ সালে হল কমিটির সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছিল। তবে পরে সেটা চূড়ান্ত হয়নি। সে সময় অপরাধমূলক একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। সে হলেও থাকে না।

দীর্ঘদিন ধরে ঢাবি ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক অপরাধী চক্রের তৎপরতা রয়েছে। দিন দিন তা বাড়ছে। পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারেনি।

ডিবি ও থানা পুলিশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে সোহরাওয়ার্দীকেন্দ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সবাইকে উদ্যান ত্যাগ করতে হবে। ওই সময়ে উদ্যানের প্রবেশপথ আটকে দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, সন্ধ্যা ৬টার পর উদ্যানে প্রবেশ করে কোনো শিক্ষার্থী বিপদে পড়লে তার দায়-দায়িত্ব প্রশাসন নেবে না। সন্ধ্যার পর উদ্যানের ভেতর কাউকে থাকতে দেওয়া হবে না। পুলিশ সন্ধ্যার পর উদ্যানের ভেতরে কঠোর নজর রাখছে।

গাঁজার ব্যবসায় ছাত্রলীগের নেতারা : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উত্তর পাশে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য বিক্রয় ও সেবন চলে। সন্ধ্যা হলেই বসে গাঁজার আসর, যা গভীর রাত পর্যন্ত চলে। আশপাশে পুলিশ থাকলেও বন্ধের কোনো উদ্যোগ নেই। অভিযোগ রয়েছে, শাহবাগ থানার কয়েকজন এসআইয়ের সহযোগিতায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গাঁজার ব্যবসা চালায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) প্রক্টর এম আমজাদ আলী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে হওয়ায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশির ভাগ অপরাধ ঘটে সেখানে। কিন্তু দায় আসে আমাদের ওপর। এ জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যার পর উদ্যানে প্রবেশ না করে।'